

মূলধনের শ্রেণীবিভাগ

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে মূলধন কে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। নিম্নে এসে শ্রেণীবিভাগ আলোচনা করা হল -

স্থায়িত্বের ভিত্তিতে :

১) স্থায়ী মূলধন : যে সর্ব মূলধন দীর্ঘদিন ধরে টিকে থাকে এবং ঠার ঠার ব্যৱহারের পরেও যার কোন পরিৱর্তন হয় না

তাকে স্থায়ী মূলধন বলে। যেমন- যন্ত্রপাতি, দালানকোঠা ইত্যাদি। স্থায়ী মূলধন একবার ব্যৱহারে নিশেষ হয়ে যায়

না। তবে স্থায়ী মূলধনের অৱচয় (ফৱডৱংপরধঃরডহ) ঘটে।

২) চলতি মূলধন : যে সর্ব মূলধন মাত্র একবার উৎপাদন কাজে ব্যৱহার করা হয় তাকে চলতি মূলধন বলে। যেমনপাট, কাঠ, তুলা, কয়লা ইত্যাদি চলতি মূলধনের অন্তর্গত। কেননা এগুলো একবার ব্যৱহারের পর তার কোন অস্তিত্ব

থাকে না। নিচে ছকের মাধ্যমে স্থায়ী মূলধন ও চলতি মূলধনের পার্থক্য দেখানো হলো।

ছক ১৪.১.১: স্থায়ী মূলধন ও চলতি মূলধনের পার্থক্য

স্থায়ী মূলধন চলতি মূলধন

১) স্থায়ী সম্পত্তির সাহায্যে স্থায়ী মূলধন প্রকাশ করা হয়। ১) চলতি সম্পত্তির সাহায্যে চলতি মূলধন প্রকাশ করা হয়।

২) ব্যৱহারের শুরু লগ্ন থেকে স্থায়ী মূলধনের প্রয়োজন

হয়।

২) গঠনের পর ব্যৱহারিক কার্যক্রম চালু করতে চলতি মূলধন

এর প্রয়োজন হয়।

৩) স্থায়ী মূলধন নগদ আকারে রাখা যায় না। ৩) চলতি মূলধন নগদ আকারেও থাকে।

৪) স্থায়ী মূলধন সহজে পরিৱর্তন যোগ্য নয়। এটি

অনমনীয়।

৪) চলতি মূলধন সহজে পরিৱর্তনযোগ্য। এটি সাধারণত

মননীয়।

৫) দীর্ঘ মেয়াদী উৎস থেকে স্থায়ী মূলধন সংগ্রহ করা হয় ৫) স্বল্পমেয়াদী উৎস থেকে চলতি মূলধন সংগ্রহ করা হয়।

৬) প্রতিষ্ঠানের আয় ঝুন্ধির সাথে স্থায়ী মূলধন ঝুন্ধি করতে হয়।

৬) প্রাতিষ্ঠানিক আয় ঝুন্ধির জন্য চলতি মূলধণ ঝুন্ধির প্রয়োজন হয় না।

৭) ঝুঁসায়ে দীর্ঘ সময় ধরে এ স্থায়ী মূলধনের অঝুস্থান লক্ষ্য করা যায়।

৭) ঝুঁসায়ে সর্ওচ্চ ১ ঝুঁর পর্যন্ত চলতি মূলধনের অঝুস্থান লক্ষ্য করা যায়।

মালিকানা ভিত্তিতে

▣ জাতীয় মূলধন ঃ যে মূলধন রাষ্ট্রীয় মালিকানায় থাকে তাকে জাতীয় মূলধন ঝলে। যেমন- ঝ্যংক ও ঝীমা

প্রতিষ্ঠান, রেলওয়ে, ঝিমান ইত্যাদি জাতীয় মূলধনের অন্তর্গত।

▣ ঝ্যক্তিগত মূলধন: যে মূলধন কোন ঝ্যক্তি ঝিশেষের মালিকানার থাকে তঝে তাকে ঝ্যক্তিগত মূলধন ঝলে। যেমনঝাড়িঘর, শেয়ার ইত্যাদি ঝ্যক্তিগত মূলধনের অন্তর্গত।

ঝ্যঝহারের ভিত্তিতে

▣ নিমজ্জমান মূলধন : যে মূলধন একটি ঝিশেষ ধরনের উৎপাদন কাজে ঝ্যঝহার করা হয়, তাকে নিমজ্জমান মূলধন

ঝলা হয়। যেমন- রেলইঞ্জিন, লোহা গালার চুল্লি ইত্যাদি মূলধনের অন্তর্গত।

▣ ভাসমান মূলধন: যে মূলধন ঝিভিন্ন উৎপাদন কাজে একটি শিল্প থেকে অন্য শিল্পে স্থানান্তর করা যায় তাকে

ভাসমান মূলধন ঝলা হয়। যেমন- কয়লা, ঝিদ্যুৎ ইত্যাদি ভাসমান মূলধনের অন্তর্গত।

ভোগের ভিত্তিতে

ভোগের ভিত্তিতে মূলধনকে দু ভাগে ভাগ করা যায়। যথা ১) ভোগ্য মূলধন ২) উৎপাদক মূলধন মূলধনের শ্রেণীঝিভাগ (ঝ্ষধংংরভরপধঃরডহ ডভ ঝধঢ়ঃধষ)

ঝিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে মূলধন কে ঝিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। নিম্নে এসঝ শ্রেণীঝিভাগ আলোচনা করা হল -

স্থায়িত্বের ভিত্তিতে :

১) স্থায়ী মূলধন : যে সপ্ত মূলধন দীর্ঘদিন ধরে টিকে থাকে এবং ঠার ঠার চ্যুতহারের পরেও যার কোন পরিবর্তন হয় না

তাকে স্থায়ী মূলধন বলে। যেমন- যন্ত্রপাতি, দালানকোঠা ইত্যাদি। স্থায়ী মূলধন একচ্যুতহারে নিশেষ হয়ে যায়

না। তে স্থায়ী মূলধনের অচয় (ফটৎপরধঃরডহ) ঘটে।

২) চলতি মূলধন : যে সপ্ত মূলধন মাত্র একচ্যুতহার উৎপাদন কাজে চ্যুতহার করা হয় তাকে চলতি মূলধন বলে। যেমনপাট, কাঠ, তুলা, কয়লা ইত্যাদি চলতি মূলধনের অন্তর্গত। কেননা এগুলো একচ্যুতহারের পর তার কোন অস্তিত্ব

থাকে না। নিচে ছকের মাধ্যমে স্থায়ী মূলধন ও চলতি মূলধনের পার্থক্য দেখানো হলো।

ছক ১৪.১.১: স্থায়ী মূলধন ও চলতি মূলধনের পার্থক্য

স্থায়ী মূলধন চলতি মূলধন

১) স্থায়ী সম্পত্তির সাহায্যে স্থায়ী মূলধন প্রকাশ করা হয়। ১) চলতি সম্পত্তির সাহায্যে চলতি মূলধন প্রকাশ করা হয়।

২) চ্যুতহারের শুরু লগ্ন থেকে স্থায়ী মূলধনের প্রয়োজন

হয়।

২) গঠনের পর চ্যুতহারিক কার্যক্রম চালু করতে চলতি মূলধন

এর প্রয়োজন হয়।

৩) স্থায়ী মূলধন নগদ আকারে রাখা যায় না। ৩) চলতি মূলধন নগদ আকারেও থাকে।

৪) স্থায়ী মূলধন সহজে পরিবর্তন যোগ্য নয়। এটি

অনমনীয়।

৪) চলতি মূলধন সহজে পরিবর্তনযোগ্য। এটি সাধারণত

নমনীয়।

৫) দীর্ঘ মেয়াদী উৎস থেকে স্থায়ী মূলধন সংগ্রহ করা হয় ৫) স্বল্পমেয়াদী উৎস থেকে চলতি মূলধন সংগ্রহ করা হয়।

৬) প্রতিষ্ঠানের আয় চুক্তির সাথে স্থায়ী মূলধন চুক্তি করতে

হয়।

৬) প্রাতিষ্ঠানিক আয় চুক্তির জন্য চলতি মূলধন চুক্তির প্রয়োজন

হয় না।

৭) ব্যৱসায়ে দীর্ঘ সময় ধরে এ স্থায়ী মূলধনের অৱস্থান

লক্ষ্য করা যায়।

৭) ব্যৱসায়ে সর্বোচ্চ ১ বছর পর্যন্ত চলতি মূলধনের অৱস্থান

লক্ষ্য করা যায়।

মালিকানা ভিত্তিতে

▣ জাতীয় মূলধন : যে মূলধন রাষ্ট্রীয় মালিকানায় থাকে তাকে জাতীয় মূলধন বলে। যেমন- ব্যাংক ও প্ৰীমা

প্রতিষ্ঠান, রেলওয়ে, প্ৰিমান ইত্যাদি জাতীয় মূলধনের অন্তর্গত।

▣ ব্যক্তিগত মূলধন: যে মূলধন কোন ব্যক্তি প্ৰিশেষের মালিকানার থাকে তাকে ব্যক্তিগত মূলধন বলে। যেমন-বাড়িঘর, শেয়ার ইত্যাদি ব্যক্তিগত মূলধনের অন্তর্গত।

ব্যৱহারের ভিত্তিতে

▣ নিমজ্জমান মূলধন : যে মূলধন একটি প্ৰিশেষ ধরনের উৎপাদন কাজে ব্যৱহার করা হয়, তাকে নিমজ্জমান মূলধন

বলে হয়। যেমন- রেলইঞ্জিন, লোহা গালার চুল্লি ইত্যাদি মূলধনের অন্তর্গত।

▣ ভাসমান মূলধন: যে মূলধন প্ৰিভিন্ন উৎপাদন কাজে একটি শিল্প থেকে অন্য শিল্পে স্থানান্তর করা যায় তাকে

ভাসমান মূলধন বলে হয়। যেমন- কয়লা, প্ৰিদ্যুৎ ইত্যাদি ভাসমান মূলধনের অন্তর্গত।

ভোগের ভিত্তিতে

ভোগের ভিত্তিতে মূলধনকে দু ভাগে ভাগ করা যায়। যথা ১) ভোগ্য মূলধন ২) উৎপাদক মূলধন

ভোগ্য মূলধন : যে মূলধন উৎপাদন চলাকালে উৎপাদন কাজে নিয়োজিত শ্রমিকের ভরনপোষণ ও জীৱনযাত্রার ব্যয়

নির্ৱাহের জন্য ব্যৱহার করা হয়, তাকে ভোগ্য মূলধন বলে হয়। যেমন- শ্রমিকের খাদ্য, প্ৰস্তু পাসস্থান ইত্যাদি ভোগ

মূলধনের অন্তর্গত।

উৎপাদক মূলধন : যে সর্ব মূলধন উৎপাদনে প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা করে তাকে উৎপাদক মূলধন বলে। যেমন- যন্ত্রপাতি,

কাঁচামাল, কল কারখানা ইত্যাদি।